শ্রীসতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত

উদ্ভ্রান্ত-প্রেমিক

বা

নবরসের জীবন্ত-উচ্ছ্বাস।

(দৃশ্য কাব্য)

(A Tragi-Comedy in one Act)

"The treasures of the deep are not so precious
As are the conceal'd comforts of a man
Locked up in woman's love"

Middleton.

* * * *

"What is this absorbs me quite;
Steals my senses shuts my sight,
Drowns my spirits, draws my breath;
Tell me, my soul, can this be death?
The world receds; it disappears!
Heaven opens on my eyes; my ears
With sounds seraphic ring.
Lend, lend your wings! I mount, I fly."

Pope.

কর্ণধার-সম্পাদক

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত বিরচিত।

বহুবাজার সারপেন্‌টাইন্ লেনস্থ
আর্য্য নাট্যসমাজ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক
পার্শী থিয়েটারে অভিনীত।

—****—

কলিকাতা,
১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—কর্ণধার কার্য্যালয় হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[ফাল্গুন—১২৯৪।]   [মূল্য দুই আনা মাত্র।

Calcutta.

Published by Surendranath Basu
of the Karnadhar office—
19, Cornwallis street
And.
Printed by Grishchandra Ghose
at the Somprakas Press
48, Guruprasad chowdhury's lane.
Price Two annas only.
To be had at the above office and also
Bengal Medical Library
201, Cornwallis street
Gurudas chatterjee.

বা

নবরসের জীবন্ত-উচ্ছ্বাস।

(দৃশ্য কাব্য)

(A Tragi-Comedy in one Act)

"The treasures of the deep are not so precious
As are the conceal'd comforts of a man
Locked up in woman's love"
Middleton.

*　*　*　*

"What is this absorbs me quite ;
Steals my senses shuts my sight,
Drowns my spirits, draws my breath ;
Tell me, my soul, can this be death ?
The world receds ; it disappears !
Heaven opens on my eyes ; my ears
With sounds seraphic ring.
Lend, lend your wings ! I mount, I fly."
Pope.

কর্ণধার-সম্পাদক

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত বিরচিত।

বহুবাজার সারপেন্‌টাইন্ লেনস্থ
আর্য্য নাট্যসমাজ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক
পার্শী থিয়েটারে অভিনীত।

—****—

কলিকাতা,
১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—কর্ণধার কার্য্যালয় হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

NATIONAL LIBRARY
No. 22773
Date 14.1.70
CALCUTTA
Rs. 2.60

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাস্পদ, ভাবুক প্রবর, জাতীয়-
রঙ্গভূমির নবজীবন দাতা

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়েষু।

RARE BOOK

মহাশয়!

একটি কাল্পনিক ভাব অবলম্বন করিয়া এ চিত্রটী অঙ্কিত করিয়াছি। একস্থলের একটিমাত্র চরিত্র ক্রমে ক্রমে নবরসে মাতিয়া অভিনয় করিলে কিরূপ স্বভাবসিদ্ধ হয়, তাহাই পরীক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য। বিষয়টী বড় গুরুতর; ইহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা অতি অল্পই আছে। মহাশয় ভাবুক ও নবরসজ্ঞ। ভরসা করি, মাদৃশ অপ্রেমিক জনের এ নবরস বিশুদ্ধ না হইলেও, মহাশয় স্বীয় উদারতা গুণে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। আপনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ ও অনুগ্রহ করেন, তাহারই কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন-স্বরূপ এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি আপনার নামেই উৎসর্গ করিলাম। কিমধিক নিবেদন মিতি।

মজিলপুর,	স্নেহাকাঙ্ক্ষি
৪ঠা ফাল্গুন—১২৯৪।	শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত দাসস্য।

উদ্ভ্রান্ত-প্রেমিক

বা

নবরসের জীবন্ত-উচ্ছ্বাস।

(দৃশ্য কাব্য)

স্থান—ভাগিরথী তীর—এক পার্শ্বে শ্মশান।

সময়—নিশি দ্বিপ্রহর।

(সন্ন্যাসীবেশে উদ্ভ্রান্ত নিত্যানন্দ আসীন)

১—আদিরস (শৃঙ্গার)।

‘ Yet is remembrance of those virtues dear,
Yet fresh the memory of that beau-
tious face ;
Still they call forth my warm affection's tear,
Still in my heart retain wonted place.”

Byron.

নিত্যানন্দ। আহা—সেই মুখ খানি!—
স্বরগীয় ছবি নন্দন-কানন,
পারিজাত ফুল মলয় পবন,
জোছানার হাসি—চন্দ্রমা-কিরণ—
সেই ফুল্ল বিধু মুখ খানি।
আগুল্ফ লম্বিত কেশপাশদাম,

সুবঙ্কিম্ গ্রীবা সুগোল সুঠাম,
কটাক্ষ সুধীর স্নিগ্ধ অনুপম—
বুকভরা মোর সেই শান্তি দেবী।
রোগের ঔষধ—বিপদে কুশল,
নিরাশার আশা—অভীষ্টে মঙ্গল,
উষ্ণশ্বাসে মোর—প্রী.তি-শান্তি জল—
প্রেমময়ী প্রিয়ে প্রাণেব রতন!
সে মৃদু মাধুরি ফুল্ল হাসি রাশি,
তাম্বুল রঞ্জিত অধর পরশি,
প্রেম-আলিঙ্গনে মন অভিলাষী—
ধা'য় দ্রুত যেন পিয়াসী চাতক!
পীযুষ পূরিত স্নেহ মাখা কথা,
শুনে যায় দূরে হৃদযের ব্যথা,
শত্রু ফিরে চায় দেখি সরলতা
মোর প্রাণেশ্বরী এ হেন সুন্দর!
কোমল মালতী ফুটন্ত গোলাপ,
নলিনীর সনে ভ্রমর আলাপ,
এ মিলন পরে আছে অনুতাপ,
মোব শান্তি কিন্তু চির সোহাগিনী।
উজ্জ্বলে মধুর যদি কিছু থাকে,
অনন্ত সুন্দর যদি কেহ দেখে,
আদর্শ প্রণয় যদি কেহ রাখে,
তবে সে আমার প্রাণের প্রতিমা
শৈশব সঙ্গিনী—মোর ফুলরাণী

সোহাগের নাম, অয়ি অভিমানি,
আয় একবার চুমি মুখ খানি,
বাহু-লতা পাশে বাঁধি এই শেষ!

* * * *

২—করুণ রস।

"Away with your fictions of flimsy romance,
Those tissues of falsehood which folly has wove
Give me the mild beam of the soul
breathing glance,
Or the rapture which dwells on the
first kiss of love.

* * * *

When age chills the blood, when our
pleasures are past,
For years fleet away with the wings
of the dove,
The dearest remembrance will still
be the last,
Our sweetest memorial the first kiss of love."

Byron

কোথা প্রিয়ে অভাগা জীবন!
দেখ আসি একবার অধীন জনায়,
দগ্ধ প্রাণ জুড়াও বারেক।
নিতান্ত কি বিমুখিলে অযোগ্য পতিরে?

শ্রবণ কি না শুনিবে আর তব ভাষ ?
এ জীবনে এই কি লো শেষ ?
অহো কিবা মর্ম্মপীড়া !
প্রাণ ! তুমি কর রে প্রস্থান,
কি সাধে এখনও রহ পাতকীর দেহে ?
হায় বিধি !
কার কি করিনু সর্ব্বনাশ—
তেঁই দিলে মোরে হেন মনস্তাপ !

(শিরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন)

ধরেছি সন্ন্যাসী বেশ সাধুতার ভাণে,
মন কিন্তু কলুষিত বিবিধ বিধানে।
স্নেহময়ী মাতা—আহা সোণার সংসার,
আমা হতে চিরতরে হলো ছারখার।
অহো !
যে শান্তির আশে—ফিরি দেশে দেশে,
শরীরের মায়া ভোগ অভিলাষে
দিনু বিসর্জ্জন, হায় অবশেষে
তাহাতেই পুনঃ হলেম পতিত !
কোথা হে অনন্ত দেব মঙ্গল-কারণ,
করুণ-কটাক্ষে প্রভো রাখ এ সময় ;—
মায়া—মায়া—মোহ চারিধার
এ কুহক-জালে পুনঃ ফেলনা দেবেশ !

(ক্ষণেক নিস্তব্ধের পর)

ভুলে যাব ?—কতদিন ?—চিরদিন তরে ?
কারে ?—শান্তিরে আমার ?
হা !
এ জীবনে তাহা সম্ভবে কি কভু ?
মোর শান্তিরে ভুলিব ?
এ দেহ থাকিতে
এ প্রাণ রহিতে ?
হৃদ্‌পিণ্ড করি উৎপাটন
এখনই পারি হাসি মুখে দিতে—
দেহের শোণিত ধারা
বিলাইতে পারি অন্য জনে,—
এই জলন্ত আগুনে
দিব ঝাঁপ অম্লান বদনে,—
সেও শত গুণে শ্লাঘনীয় মোর,
কিন্তু প্রাণের ভিতর হতে সূক্ষ্মতর—
সূক্ষ্মতম প্রাণ শোণিতে মিশ্রিত—
প্রাণ প্রিয়া—এ দরিদ্র-ধন—
মোর প্রাণেশ্বরী সদা শান্তিময়ী,
ভুলিব তাহারে—নিজ মুক্তি তরে ?
ধিক এ মুক্তিরে !
স্বর্গ ?—স্বর্গ তুচ্ছ অতি মোর
শান্তির তুলনে !
চাহি না এ স্বর্গ—চাহি না মুক্তিরে—

শান্তি-প্রেমে মিলাব জীবন !
এ হেন শান্তিরে মোর কে নিলি রে বল্ ?
কে নিভালি মোর হৃদাগার-দীপ ?
কে ছিঁড়িলি মোর প্রাণের বন্ধনী ?
অহো !
কি হতে কি হলো
বুক ভেঙে গেলো
কোথা শান্তি—শান্তিরে আমার ! (ক্রন্দন)
মাতর্গঙ্গে—স্রোতস্বিনি !
কুলু কুলু রবে তুমি অনন্তে মিশিছ—
শান্তির সুস্নিগ্ধ দেহ করি আলিঙ্গন,
গাহিছ শান্তির গীত প্রেম-আলাপনে ;—
মা ! দয়াবতী তুমি,
পারনা কি বলে দিতে তুমি গো আমারে—
কবে মা আমার শান্তি পাব আমি ফিরে ?
গভীর নিশীথকাল স্তব্ধ চারিধার,
জগতের জীব জন্তু শুদ্ধ নিদ্রাকোলে,—
বিরাম লভিছে সবে শান্তির আলয়ে।
কিন্তু হায় মন্দ ভাগ্য আমি,
তেঁই এ শান্তির সুখে হয়েছি বঞ্চিত !
অহো !
কোথা শান্তি—শান্তিরে আমার ! (ক্রন্দন)
আর কেন ত্যেজিব জীবন,
কি ফল এ ছার প্রাণ রেখে ?

(অশান্ত চিতার দিকে অগ্রসর হইয়া)

হে অনল ! সর্ব্বভূক তুমি,

শুনিয়াছি একমাত্র পবিত্র তুমি হে,—

তবে মোর পাপদেহ তোমাতে মিশাই।

হে শ্মশান !

তুমি সাক্ষী অনন্ত কালের,

বলো তুমি শান্তিরে এ কথা।

অহো শান্তি—শান্তি—শান্তিরে আমার !!!

(চিতায় পতনোদ্যত ও সহসা চকিতভাবে নিরস্ত হওন)

* * * * *

৩—বীররস।

"Wild sparkling rage inflames the
father's eyes,
He bursts the bands of fear, and madly
cries" Parnell.

* * * * *

"Rather shall this my hand
The multitudinous seas incarnadine,
making the green—one red."
Shakespeare.

না—না,

মন ! হও তুমি স্থির ;—

মরণ ত তব কাছে তুচ্ছ অতিশয়,—

সেত তব স্বেচ্ছাধীন !

কিন্তু

বৈর-নির্য্যাতন-বৃত্তি ভুলিবে কেমনে ?

যাহার লাগিয়ে এ দশা তোমার,

যাহার লাগিয়ে ত্যেজেছ সংসার,
যার লাগি তুমি হলে শান্তি হীন,
হেন দুষ্টে না করি দমন,
মরিবে কি তুমি কাপুরুষ সম ?
দুর্ব্বলতা-ডালি লইয়ে মাথায়,
মানব-সংসারে ভ্রমি এতদিন,
শেষে বিসর্জ্জিবে আপন জীবন ?
এই কিহে তব পৌরুষ-প্রমাণ ?
ধিক্—ধিক্ হেন নীচ কল্পনায়।

(একটু চিন্তা করিয়া)

কি প্রতিহিংসা-বহ্নি নিভিবে সলিলে ?
দর্প তেজ মোর মিলিবে অনিলে ?
অশ্রুজলে মিশাইবে শোক-উচ্ছ্বাস ?
হা ! তাও কি সম্ভবে ?
বজ্র তুমি হও হে উত্থিত,
অগ্নিগিরি হওহে সহায়,
বায়ু তুমি বহ ভীম স্বনে,
জলধি, উছলি যাও খরতর বেগে,
দিকপাল, দশদিক ঘের হে আঁধারে,
দেবগণ, এ সময় কর সহায়তা।
দেখি,
কেমনে সে পাপ-ধুরন্ধর—
নিত্যানন্দ-চিরবৈরী,

পায় ত্রাণ এ ঘোর সঙ্কটে !
আরে রে পাষণ্ড কুমতি,
আজ তোর জীবনের শেষ অভিনয় !
মূঢ়,
ছলে মোর শান্তিরে নিবিনে ?
পোড়াবিনে মোরে সন্তাপ-অনলে ?
করিবিনে ধ্বংশ মোর সোণার সংসার ?
মূর্খ !
ভেবেছিলি চিরদিন যাবে সমভাবে,
এইক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌রে গ্রহণ !

* * * * *

৪—রৌদ্ররস।

"Rome shall perish–write that word,
In the blood that she had spilt ;
Perish, hopeless and abhorred,
Deep in ruin as in guilt.
Rome, for empire far renowned,
Tramples on a thousand states ;
Soon her pride shall kiss the ground—
Hark ! the Gaul is at her gates !"

Cowper.

কি !
দেবগণ কেহ মোর না হবে সহায় ?
নৈসর্গ প্রকৃতি কেহ না হবে সুহৃদ ?

মোর এ সদর্প-পণ শূন্যে মিশাইবে ?
বৈর-নির্য্যাতন-বৃত্তি কৃতার্থ না হবে ?
প্রতিহিংসা-বহ্নি হবে ভস্মে পরিণত ?
হায় ! তাকি কভু হয় ?

(ত্রিশূল উত্থিত করিয়া)

শঙ্করের এ ত্রিশূল করিয়ে উত্থিত,
স্পর্দ্ধা করি' করি এ শপথ,—
হয় সেই মহারিপু চিরবৈরী মোর—
পাপকুল-ধুরন্ধর—তাহারে নাশিব—
উড়াইব মুণ্ড তার পাপ দেহ হতে,—

নহে

মম বক্ষে দিব সুখে এ তীক্ষ্ণ-ত্রিশূল !
দৈব-বল ? তুচ্ছ করি দৈববল !
শান্তি-আশে যতক্ষণ রব ধরা মাঝে,—
এক প্রাণে--এক মনে চিন্তিব তাহারে,--
ততক্ষণ--শুধু দৈববল কেন ?—
অনন্ত মেদিনী যদি হয় শত্রু মোর,
আকাশের বজ্র যদি পড়ে মম শিরে,
প্রলয়ের দিন যদি হয় উপস্থিত,

তথাপি—
তথাপি এ প্রতিহিংসা-ব্রত-উদ্‌যাপনে
কভু না নিরস্ত হব আপন ইচ্ছায় !

আরে রে পাষণ্ড দুর্ম্মতি,
অন্তিম সময় তোর—ভাব এইবার
স্নেহময়ী মায়ে আর যত বন্ধুজনে !

(ত্রিশূল উত্থিত করিয়া ক্রোধোন্মত্তভাবে নেপথ্যের দিকে অগ্রসর ও ক্ষণপরে ভীতি কম্পিতাবস্থায় পুনঃ প্রবেশ।)

* * * * *

৫—ভয়ানক রস।

"How ill this taper burns !—Ha !
who comes here.
I think it is the weakness of mine eyes,
That shapes this monstrous apparitio .
It comes upon me:—art thou any thing ?
Art thou some god, some angel, or some
devil?
That makes it my blood and my hair to
stair ?
Speak to me what thōu art."

Shakespeare.

ওহোঃ—একি ও ভীষণ দৃশ্য !
নির্ভয় হৃদয়ে মোর
কেন আজ ভয়ের সঞ্চার ?
কেন কাঁপে প্রাণ ঘন ঘন ?

এত দর্প—এত তেজ মোর
ক্ষণিক ভিতরে হইল বিলীন ?।
কথায় সাহস শুধু ?—
কার্য্যে কিছু না হইল ?
হা—হতদর্প আজ ! (ক্ষণপরে)
ওকি !
হৈমশৃঙ্গ সম উচ্চ বলিষ্ট শরীর—
সুদূর আকাশ যেন স্পর্শিছে মস্তক;—
শালতরু সম দুই ভীষণ মুদ্গর,
ঘুরাইয়ে লয়ে আসে মোরে মারিবারে।
ওহো!
একে ঘন কৃষ্ণবর্ণ দেহ,—
তাহে ও লোহিত চক্ষু অগ্নিরাশি যথা,
জ্বলিছে চারিদিক ভীষণ আকারে।
এই বুঝি মূর্ত্তিমান যম ?
ওহো!
হেন ভয়াবহ বিভীষণ রূপ,
জীবনে ত দেখিনে কখন।
দেখাত দূরের কথা—
কল্পনায় ভাবিনে বারেক।
কাঁপে প্রাণ দারুণ তরাসে;
ওহো!
এল এল ওই দণ্ডিতে আমায়,
চূর্ণ করে বুঝি ভীম গদাঘাতে!

কে আছ কোথায়

রক্ষ হে আমায়,

হায় হায় এ বিপদে কেহ কি রে নাই ?

তবে মোর কি হবে উপায় ?

ওই এল—ওই এল ভীমাকার যম !

ওহো—হো——.

(পতন ও মূর্চ্ছা ; ক্ষণপরে সংজ্ঞালাভ করিয়া)

*   *   *   *   *

৬—বীভৎস রস।

"There's one did laugh in his sleep,
And one cried "murther!" that they did wake each other;
I stood and heard them: but they did say their prayers,
And address'd them again to sleep."

Shakespeare.

একি !

অট্টহাস কে করে কোথায় ?

শূন্যে ওই কেবা আসে—কেবা চলে যায় ?

ওকি ও বীভৎস রূপ !

কদাকারা উলাঙ্গিনী কে ওই রমণী ?

বিকট দশন রাশি মেলায়ে হরষে,

কার সনে করিছে মন্ত্রণা ?

(ভীতি বিহ্বল চিত্তে দর্শন করিয়া)

বটে—বটে,
পার্শ্বে বিরাজিছে ওই নাগর উহার।
ও :—কি ভীষণ নাসারন্ধ্র ওর!
পাপ মর্ত্তে প্রেতযোনি এঁরি নাম বটে।
পূতিগন্ধ চারিদিকে বয়,
কার সাধ্য নিকটে দাঁড়ায় ;
চর্ব্বিত উগারি পুনঃ করিছে চর্ব্বণ,
রুধির করিছে পান যেন সুধা বোধে !
লকলকি লোল জিহ্বা ভীষণ আরাবে,
নাচিছে খেলিছে সবে বিকৃত প্রথায় !
উঃ :—
এ দৃশ্য জীবনে কভু দেখিনে বারেক !
(শূন্য দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চতুর্দ্দিক অবলোকন)
একি !
দলে দলে কোথা হতে আসে,
কঙ্কাল বিশিষ্ট এত দেহ দীর্ঘকায় ?
খল খল অট্টহাস কভু বা করিছে,
নাচিছে বিকৃত ভাবে কভু বা সবায়;
ভক্ষিয়ে নরক-কৃমি মনের হরষে,
নিবারিছে জঠর অনল !
কভু পাপ ঈর্ষাবশে
বিবাদিছে পরস্পরে অংশ দ্রব্য লয়ে।
'পিশাচ-আবাস-ভূমি শ্মশান উপর'
নহে ত অলীক এ চির প্রবাদ ! (ক্ষণপরে)

এরা ত বীভৎসরূপী পিশাচের দল,
কুৎসিৎ নরকে বাস করে অহর্নিশ ;—
এরাও স্ব-পত্নী সনে
শান্তি প্রেম-আলাপনে
জুড়ায় পরাণ মন দিনান্তে ধারেক !
কিন্তু কি দুর্ভাগ্য মোর,
সহি আমি অনুক্ষণ শান্তির বিচ্ছেদ।
অহো শান্তি—শান্তিরে আমার ! (ক্ষণপরে)
একি ! পুনঃ সেই বিভীষিকা ?
(চকমিত হইয়া ক্ষণপরে)
না—কিসের বা ভয় ?
আমার জীবন মৃত্যু উভয়ি সমান।
(সাহস পূর্ণ তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া)
কেরে তোরা ?
কি ভয় দেখাস মোরে ?
আয় দেখি আগু বাড়াইয়ে !
হাঃ হাঃ হাঃ—
হিঃ—হিঃ—হিঃ !
ওরে,
বিঁধিব সবার বক্ষ এ তীক্ষ্ণ ত্রিশূলে,—
বহাব শোণিত-স্রোত খরতর বেগে !
তোরা বুঝি পাপ-ধুরন্ধর-চর ?
তাই বুঝি বিভীষিকা দেখাইতে মোরে,
ধরেছিস হেন বেশ বীভৎস আকারে ?

হাঃ—হাঃ—হাঃ!
কি লজ্জা—কি ঘৃণার কথা!
এই দেখ্ তো সবার করি রে বিনাশ!
হোঃ—হোঃ—হোঃ!
(বীভৎসভাবে নৃত্য করিতে ২ ত্রিশূল পরিচালন)

*   *   *   *   *

৭—হাস্যরস।

Falstaff. "I am a rogue if I were not at half sword with a dozen of them two hours together. I have scaped by a miracle."

Shakespeare.

হাঃ—হাঃ—হাঃ!
কেমন, ভয় দেখাবে?
এখন পলাও কেন ভায়ারা?
বাহবা—বাহবা—কি মজা—কি মজা!
ব্যোম্ ভোলা—মহাদেব!
আর আমায় পায় কে? (অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে নৃত)
ভূত পালাল—বাঁচলেম বাবা!
রাম—রাম—রাম,—রাম—রাম—রাম!
এখনও যদি থাকিস কেউ—পালারে পালা।
নইলে ওরে ভস্ম হবি রাম-মন্ত্রবলে!
আর আমার কিসের ভয়? (ক্ষণিক ইতস্ততের পর)
আয় আয় প্রাণেশ্বরী মোর,

আয় ওরে সোহাগের ধন,
বুকে ধরে তোরে জুড়াই জীবন।
(হস্ত প্রসারণ করিয়া)
আয় রে আমার শান্তিদেবী,
তোরে নিয়ে ঘরে ফিরি,
মিলে মিশে খেলা করি,
প্রাণে প্রাণে মিশ্‌বো মোরা।
আঁধার ঘর মোর আলো হবে
পাপ-ধুরন্ধর ভয় পাবে,
সেথা যায় যদি সে মুণ্ডু যাবে
মোর গৃহ হবে স্বর্গপুরী।
থাক্‌বেনাক কোলাহল
সংসারের হলাহল,
বঞ্চক শঠের দল
পশ্‌বে না লো তোমার ভয়ে।
আয় রে শান্তি পাগলি আমার,
তোর আমায় কি হতে পারি
ছাড়াছাড়ি ক্ষণেক তরে ?
তোর আমায় অন্তিমে রব
সকল শেষে আদর পাব,
দাঁত থাক্‌তে কি বোঝে নরে—
দাঁত্‌ যে কি মর্য্যাদা ধরে ?
তা হলে কি আপন পরে
প্রভেদ ভেবে করে গোল ?

আয় শান্তি আয়—বলি হরিবোল!

(নৃত্য করিতে ২)

হরিবোল—হরিবোল—বোল হরিবোল!

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে ধ্যান)

* * * * *

৮—অদ্ভুত রস।

"Society, friendship, and love,
Devinely bestowed upon man
Oh, had I the wings of a dove,
How soon would I taste you again.

* * * * *

How fleet is a glance of the mind
Compared with the speed of its flight
The tempest itself lags behind
And the swift winged arrows of light

Cowper.

একি! একি হেরি!—শান্তিময় সব!
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি পূর্ণ বিরাজিত!
চরাচর—স্থাবর—জঙ্গম
চন্দ্র—সূর্য্য—গ্রহ—তারা—ব্যোম,
দেব—দানব—যোগী—ঋষিজন
অনন্ত-মেদিনী সবি শান্তিময়!
শত্রু মিত্র আর না দেখি প্রভেদ,
কিছুতেই মন না করে নিষেধ,

পাপ পুণ্যে নাহি দেখি ভেদাভেদ,
কি অদ্ভুত ভাব হৃদয়ে পশিল !
হিংস্র শ্বাপদ বন্য পশু পাখি,
তরু লতা বন ভূধর নিরখি,
সবে শান্তি সনে হয়ে মাখামাখি,
প্রেম ভাবে যেন হয়েছে ভোর !
অকস্মাৎ কি হেরিনু আজ !
কোথা আমি ?—
স্বর্গে কি এসেছি ?
কিছুই যে না পারি বুঝিতে !
আহা !
জগতের কি সৌভাগ্য আজ,
শান্তিময় অনন্ত-মেদিনী !
হেন প্রাণারাম—চিত্ত মনোরম
আনন্দ বিমল—লভিনু কভু।
নাহি কোন ক্লেশ
আরাম বিশেষ
লভি'ছি হরষে শান্তি-সম্মিলনে !
কি আশ্চর্য্য !
কাম—ক্রোধ—লোভ—মহারিপুচয়,
বিবেক বৈরাগ্য গিয়াছে কোথায়,
কি জানি কি দেশে
যাই ভেসে ভেসে,
এ দুই অতীত শান্তি-নিকেতনে !

কর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়েছি এখন,
কি কাজ আমার হইয়ে চেতন,
শান্তি-সম্মিলন লভেছি যখন,
কি কাজ তখন সমাজ-বন্ধনে ?
ধন্য শান্তি তুমি জীবনের ধন,
চতুর্বর্গ ফল সকামে তুমি,
নিষ্কামে তোমার ব্রহ্মপদে লীন,
এ হতে সৌভাগ্য কি আছে আব ?
ধর্ম্ম—কর্ম্ম—প্রেম—তুমি জ্ঞান-যোগ,
তোমাতে সকলি আছয়ে নিহিত,
তুমিই জীবেব জীবন দায়িনী,
তোমা বিনা কিছু নাহি এ ভবে।

(গম্ভীরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যান)

* * * * *

৯—শান্তিরস।

"What is this absorbs me quite ;
Steals my senses, shuts my sight,
Drowns my spirits, daws my breath ;
Tell me, my soul, can this be death ?
The world receds ; it disappears !
Heaven opens on my eyes ! my ears
With sounds seraphic ring.
Lend, lend your wings ! I mount, I fly."

Pope

আহা! দেহ মোর রোমাঞ্চ হইল,
প্রাণ মন ভোরে গেল শান্তি-সম্মিলনে।

নাহি পাপ—নাহি তাপ—মনের বিকার,
নাহি শোক—নাহি দুঃখ—প্রাণের অভাব।
এখনও
পরিমিত শান্তি প্রেম যদি থাকে মন,
অসীম শান্তির প্রেমে মজাও জীবন।
কি কাজ সে সংসারের ক্ষুদ্র শান্তি লয়ে
অনন্ত অপার শান্তি লভিলে যখন!
ভাই পাপ-ধুরন্ধর!
ঘুচিল হে এবে মোর মোহ ঘুম-ঘোর,
অন্ধচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে হে আজ।
এস ভাই,
উদ্দেশে তোমায় করি আলিঙ্গন!
তুমিই আমার আদি গুরুদেব,
তোমা হতে চিনিলাম অমর-শান্তিরে!
কৃতজ্ঞতা একমাত্র লও প্রতিদান,
অনুগত জনে ক্ষমা করো নিজগুণে! (ক্ষণপরে)
পুনঃ বলি মন,
শান্তির ভজন শান্তির পূজন
কর রে শান্তির মহিমা কীর্ত্তন,
সুস্বরে গাওরে শান্তি-গুণ-গান
কিবা কর্ম্ম আর করিবে তুমি?
চরাচর বিশ্ব গাও সপ্তস্বরে,
পীযুষ পুরিত শান্তি-গুণ-গান,
শান্তি প্রেমে মজ জীব-সম্প্রদায়,

চাহ শান্তি যদি ইহ পরলোকে!
মরি শান্তি—শান্তি—শান্তিময় সব!
আজি,
জীবন-প্রভাত মোর ভাঙিল স্বপন,
শান্তি-নিত্যানন্দে হলো আনন্দ-মিলন!!!
(গীতস্বরে) শান্তি প্রেমে অনুক্ষণ মজি' ওহে মন,
পেলে তুমি এত দিনে চির-শান্তি-নিকেতন!

—০০০০—

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণম্।

বিজ্ঞাপন।

সত্যমদ্বৈতং! সত্যমদ্বৈতং! সত্যমদ্বৈতং!

কর্ণধার সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত বিরচিত

ধর্ম্মমূলক নূতন নাটক

শঙ্কর-বিজয়।

(ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জীবন-চরিত।)

ধর্ম্মের জীবন্ত উচ্ছ্বাস! শান্তির স্বর্গীয় ছবি! পুণ্যের অনন্ত প্রস্রবণ! ত্যাগস্বীকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! জ্ঞান ও সত্যের অচিন্ত্য মহিমা! প্রেম ও প্রীতির অপূর্ব্ব সম্মিলন!

যাঁহার অলৌকিক প্রতিভাবলে একদিন সুদূর হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমগ্র ধর্ম্ম-সমাজে ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইয়া বেদান্ত সিদ্ধ সার অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যাঁহার মহিমা গুণে অদ্যাপিও হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা হইতেছে, সেই মহাপুরুষের জীবন-চরিত পাঠ করিতে কোন্ আর্য্য সন্তানের বাসনা বলবতী হইয়া না থাকে?

আর্য্য নাট্যসমাজ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক

শীঘ্রই অভিনীত হইবে।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্—বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট,—৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট—চাটুর্য্যে ব্রাদারের সারস্বতালয়ে ও নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

কর্ণধার কার্য্যালয়
৭৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্। } শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু
ম্যানেজার—কর্ণধার।